আজকের কাগজ 23
তারিখ ... 31 JUL 1995
পৃষ্ঠা ৫ কলাম ৭

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় ঃ ভাস্কর্য ট্রাজেডি 'মুক্তিযুদ্ধ' যেখানে অবহেলার শিকার

আমানুর আমান

সম্ভবতঃ বাংলাদেশই একমাত্র রাষ্ট্র যে সমাজে যে জাতিতে ইতিহাসের উল্টোমুখী যাত্রা যে রাষ্ট্রে কষ্টকল্পিত কোনো পৌরাণিক আখ্যান নয়। অসম্ভব স্বাধীনচেতা এই ভূখণ্ডের ভাগ্যলিপিই হয়তো এরকম হাজার হাজার বছর ধরেই এ ভূখণ্ডের মানুষ শোষিত হয়েছে, নির্যাতিত হয়েছে, বিদ্রোহ করেছে, পরাজিত হয়েছে। হাজার হাজার বছর আগে এ জাতির পূর্বপুরুষেরা যুদ্ধ করতে করতে, পিছু হটতে হটতে ঠাঁই নিয়েছিলো সমুদ্রের পাড় ঘেঁষে এক পরিত্যক্ত জলাভূমিতে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে সেই জমিতে বপন করেছে সম্ভাবনার বীজ। কিন্তু নিয়তি তাদের পিছু ছাড়েনি। শতাব্দির পর শতাব্দি পরাধীনতার শৃংখল ভেঙে উঠে দাঁড়াবার জন্যে বিদ্রোহ করেছে বার বার এবং পরাজিত হয়েছে। অবশেষে হাজার বছরের শত প্রজন্মের সেই শ্বাশত আকাংক্ষা ধারণ করে ভাগ্যলিপিটাকে বদলে দিয়েছিলো বিশ শতকের মানুষ। এক অসম্ভব দামে কিনেছিলো স্বাধীনতার মানচিত্র, পতাকা, একাত্তরের ষোলই ডিসেম্বর। কিন্তু? দশক না পুরোতেই আবার পিছু হটার পালা! দূর!

কিন্তু বাস্তবতা যে ভিন্ন কথা বলে। বাস্তবতার ট্রাজেডি আকাংক্ষার চূড়া গুঁড়িয়ে দেয় যখন, তখন কিভাবে বলবো আমাদের স্বাধীনতা আমাদের মুক্তির প্রেরণা। কি করে বলবো স্বাধীনতার স্মৃতিফলক আমাদের ভবিষ্যৎ প্রজন্মের মুক্তির শপথ। বলতে পারছি না। কারণ বাংলাদেশে এখন জোয়ার চলেছে মুক্তির নয়, শৃংখলের শপথের নয়, নতজানুতার, মুক্তিযুদ্ধের চেতনা ধরে যারা বসে আছি তারা স্রেফ ছদ্মবেশি তা না হলে বাংলাদেশেরই একটি সর্বোচ্চ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে কি করে মুক্তিযুদ্ধ অপমানিত হয়, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কি বাংলাদেশ থেকে কোনো বিচ্ছিন্ন দ্বীপ? যে দ্বীপে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা, মুক্তিযুদ্ধের সম্মান, মর্যাদা থাকতে নেই। সম্প্রতি এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মহান মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণকে কেন্দ্র করে ষড়যন্ত্র শুরু হয়েছে। তাতে শত বছরের গৌরবের স্বাধীনতা মুক্তির অর্জিত কৃতিত্ব গাঁথা গ্লানি আর দুর্ণিবার লজ্জায় মুখ থুবড়ে পড়ার উপক্রম হয়েছে। এই বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণে বাধা দেয়া হচ্ছে। বলা হচ্ছে ইসলাম নামের বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মে নাজায়েজ কোনো ভাস্কর্য নির্মাণ করতে দেয়া হবে না। মুক্তিযুদ্ধের পবিত্র ভাস্কর্যকে আখ্যায়িত করা হয়েছে 'মূর্তি' হিসেবে। 'মূর্তি' নির্মাণ ইসলামে হারাম। সুতারাং তাদের যুক্তি ইসলামের বিশ্ববিদ্যালয়েও 'মূর্তি' হারাম। আর এসব যুক্তি যারা দেখাচ্ছে তারা এক সময় বাঙালির মুক্তিযুদ্ধের অর্জনে বাধা দিয়েছিলো। যারা চাইনি বাঙালি পরাধীনতা থেকে মুক্তি পাক। সেই নরখাদকদের সহযোগী এদেশীয় আরেক নপুংসক দল জামাতে ইসলাম ও তার 'জারজ' ছাত্র শিবির চাচ্ছে না ইসলামি বিশ্ববিদ্যালয়ে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মাণ হোক। এই না চাওয়ার পেছনে যে কারণটি কাজ করছে সেটা হচ্ছে মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য নির্মিত হলে এই প্রজন্ম ও ভবিষ্যৎ প্রজন্মের সন্তানেরা ভাস্কর্যের পাদদেশে অতীত স্মৃতি অতীত ইতিহাস সন্দর্শনে মুক্তিযুদ্ধের রক্তক্ষয়ী ত্যাগের ইতিহাস জেনে দেখবে, সেই সঙ্গে জেনে ফেলবে 'মুক্তি' অর্জনে বাধা দানকারী ঘাতক কূলের হিংস্র ইতিহাসের কথা। তাদের নিষ্ঠুর বর্বরতার কথা, এবং দুঃখী প্রজন্ম চিনে ফেলবে সেই নরাধমদের যারা স্বাধীনতায় বাধা দিয়েও স্বাধীন দেশে নির্লজ্জতার পরাকাষ্ঠা দেখিয়ে বিচরণ করছে। এতে যদি পুনর্বার গর্জে ওঠে দ্রোহী বাঙালির সন্তানেরা কারণ দ্রোহতো বাঙালির রক্তের একটি অন্যতম বেগবান উপাদান। এই ভয়টা ওদের বাহ্যিক ভয়। মূলভয় রয়েছে অন্যখানে। এটাকে ভুল না বলে ওদের বৈশিষ্ট্যও বলা চলে। কারণ যে সংকীর্ণ শাস্ত্র ওরা চর্চা করে এবং করাতে চায় তাতে আর যাই থাক আধুনিকতা নেই কুসংস্কার মুক্ত বৈজ্ঞানিক সত্যতা নেই। আছে কেবল অলীক শাস্ত্রাচার যার ভিত্তি হচ্ছে 'যুক্তিহীন সংস্কৃতি' কপচানী। আজকের যুগে একজন আধুনিক বিজ্ঞান মনস্কতা মানুষ যেখানে তার অতীত বংশধরদের স্মরণ করে ভাস্কর্য নির্মাণের মাধ্যমে ভাস্কর্যের পাদদেশে প্রকৃতির পবিত্র ফুল প্রদানের মাধ্যমে তাদের অমর জাগতিক ত্যাগের মহিমা কীর্তন করে তাদের আত্মাকে শ্রদ্ধা জানায়, পায় ভবিষ্যৎ দীক্ষা, অন্যদিকে সনাতনী চিন্তার একজন মানুষ অরিমিত্রে বিশ্বাস স্থাপনের মাধ্যমে জগতের আত্মত্যাগী মানুষদের জন্য কপচায় শাস্ত্রীয় বচন। লক্ষ আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা। এখানে লক্ষণীয় উভয়ের উদ্দেশ্য একই 'শ্রদ্ধা' তবে পথ ভিন্ন, উপায় আলাদা, কিন্তু তাতে কার কি আসে যায়। ধর্মতো ব্যক্তিগত ব্যাপার ব্যক্তিগত অনুভূতি যে উপায়ে শ্রদ্ধা জানাতে চায় তাকে সে পথে পরিচালিত হতে বাধা দেয়ার কারো অধিকার নেই। সেক্ষেত্রে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ভাস্কর্য নির্মাণেও কোনো বাধা থাকতে পারে না। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের আর বাংলাদেশের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ে বাঙালির সবচে' বৃহৎ গৌরব মুক্তিযুদ্ধ সেই মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্য থাকবেনা। এ কখোনই হতে পারে না। হতে দেয়াও যায় না। কারণ কোনো ধর্মের কারণে যদি বাঙালির স্বাধীনতার বিহঙ্গ শৃংখলিত হবার উপক্রম হয় দরকার কি সেই ধর্মের নামে বিশ্ববিদ্যালয়ের গোড়াপত্তন করে।

কিন্তু ইসলামী ছাত্রশিবির সরাসরি উপাচার্যকে হুমকি দিয়েছে যদি ভাস্কর্য করা হয় তবে তা ভেঙে গুড়িয়ে দেয়া হবে। তাদের ইন্ধন জোগাচ্ছে দেশের কতিপয় পত্রিকা নামধারী ডাস্টবিনের কাগজের সাম্প্রদায়িক লোকেরা। আর মূল ইন্ধনদাতা হচ্ছে বিশ্ববিদ্যালয়েরই কতিপয় মুখচেনা মৌলবাদী শিক্ষক। যারা ধর্মতত্ত্ব অনুষদের শিক্ষক সেই সঙ্গে সরাসরি জামাতের সদস্য। মজার ব্যাপার এই বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রগতিশীল কর্মকাণ্ডে কেবল ভাস্কর্য নির্মাণই নয়, বৈশাখী মেলা আধুনিক বিভাগ খোলা ছাত্রী ভর্তিসহ বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডেই ব্যাধা দিয়েছে বিভিন্ন সময়ে ঐ ধর্মতত্ত্ব অনুষদ। এটা করেছে 'ধর্মগেলো' স্লোগান তুলে।

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলাম ধর্মের কারণে যদি মুক্তিযুদ্ধের ভাস্কর্যের মতো মহান বিষয়কে অবহেলা করতে হয় তবে কেনো এখানে প্রচলিত আধুনিক শিক্ষাকে বাদ দেয়া হচ্ছে না আধুনিক শিক্ষার মানবিক অনুষদের সবটাইতো প্রায় ইসলাম ধর্মের বাইরে। ছাত্র/ছাত্রী এক সঙ্গে পাশাপাশি বসে ক্লাস করে তার বিরুদ্ধে তো কথা বলা হচ্ছে না। কেনো কথা বলা হচ্ছে না বিজ্ঞান অনুষদের বিরুদ্ধে, হলে হলে টাঙানো ডিশ এন্টিনার বিরুদ্ধে। আসলে এসবই ভাওতাবাজী, স্রেফ জনগণকে ধোঁকা দেয়া, বোকা বানানোর চেষ্টা, ধর্মের ধুয়া তুলে বাঙালির ঐতিহ্যকে, বাঙালির গৌরবকে লাঞ্ছিত করা। পঁচাত্তরের পট পরিবর্তনের মাধ্যমে মেধাহীন বিভ্রান্ত মুক্তিযোদ্ধা জিয়ার আশীর্বাদপুষ্ট হয়ে যেনো ঘাতক জামাত বাংলার সবুজ মাটিতে পা রাখে যে উদ্দেশ্য নিয়ে এ তারই আলামত, ইতিমধ্যে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে ও দেশের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে, তাদের নিষ্ঠুরাঘাত দিতে সক্ষম হয়েছে। এখনই এদের রোখা দরকার। যেনো ভুলে না যায়। অতীত যদি ভুলে যায়? কি হবে? হবে অনেক কিছুই। জাতি হিসেবে আমাদের আর ঠাঁই হবে না বিশ্ব ইতিহাসের গৌরবময় পৃষ্ঠায়। হবে আস্তাকুঁড়ে। কালের ঘড়ি অমোঘ নিয়মে বেজে চলবে, আমরা উতরাতে পারবো না, থমকে দাঁড়াবো, অনেক পিছিয়ে পড়বো। একটি পতাকা ও একটি শত্রুমুক্ত মানচিত্র যারা এনে দিয়েছিলো তারা ক্ষমা করবে না কোনোদিন বাঙালিকে? তাঁদের আত্মত্যাগের সঙ্গে বেঈমানী নয় এটা?

তাদের খুনে রঞ্জিত রাজপথ দিয়ে পা বাড়াতে গেলে প্রশ্ন এসে গ্রাস কি করবেনা বারবার? নিপীড়িত ধর্ষিতা মা বোনেরা পথ আগলে দাঁড়াবে না সাঁড়াশী হাতে?

আরো অনেক কিছু হবে যদি আমরা রুখে দাঁড়াতে না পারি। আমাদের মানচিত্র খুবলে খুবলে খাবে একাত্তরের সেই ঘাতক বাহিনী। বদলে যাবে এ মানচিত্র, জনপদ, মুছে যাবে নাম-ধাম আত্মপরিচয় এবং বিস্মৃতির অতল তলে অচিরেই হারিয়ে যাবো আমরা। সুতরাং এখনো সময় আছে ঐক্যবদ্ধভাবে এদের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ গড়ে তোলার।